দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 17 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

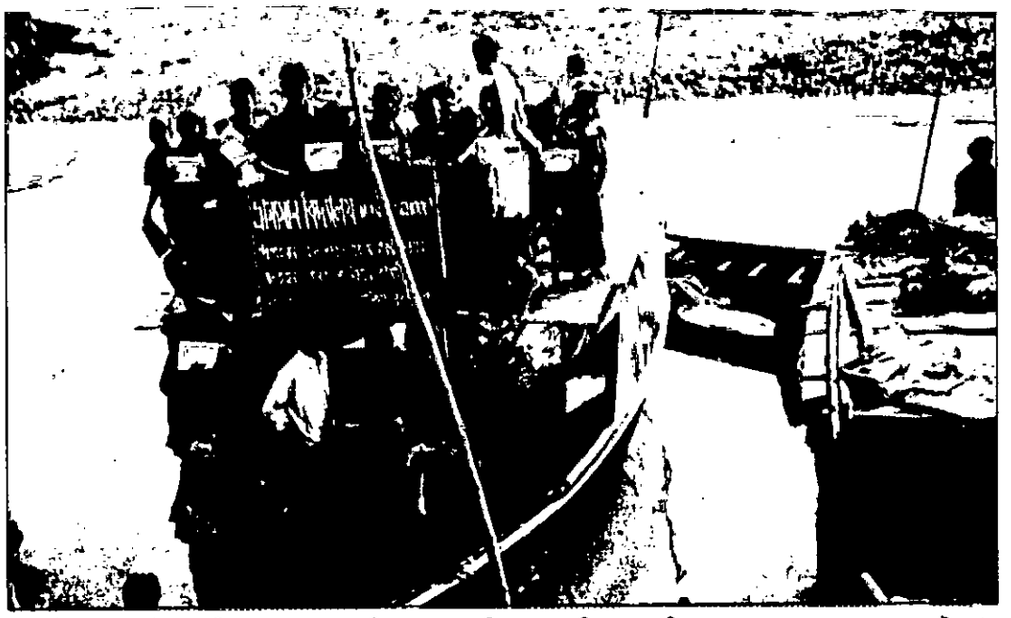

বেদে শিশুদের জন্য নৌকায় তৈরি করা হয়েছে ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয়। এখানে শিক্ষার পাশাপাশি চলে নানা বিনোদনও -ইত্তেফাক

পাঁচ লাখ বেদের ৯৫ ভাগই নিরক্ষর শিক্ষার আলো জ্বালাতে মোবাইল স্কুল

॥ মোহাম্মদ আবু তালেব ॥

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে চরম অবহেলার শিকার দেশের প্রায় পাঁচ লাখ বেদে নারী-পুরুষ-শিশু। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পাঁচ লাখ বেদে জনসংখ্যার মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালাতে পারেনি। ৯৫ ভাগই নিরক্ষর। দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে শতকরা ৯৮ জন।

এরা কোথাও বেশিদিন বাস করে না। ছোট দলে ৮০/১০০ জন এবং বড় বহরে পাঁচ থেকে ১০ হাজার লোক বাস করে। একজন সরদার থাকে। তার নির্দেশেই চলে পুরো বহর। বছরের ১০ মাসই নৌকায় ঘুরে বেড়ায়। চুড়ি বিক্রি, সিংগা লাগানো, কবিরাজী ঔষধ বিক্রি, বানরের খেলা দেখিয়ে আবার অনেকে নাচ-গান করেও জীবিকা অর্জন করে। বছরে একবার বিয়ে শাদী কিংবা সালিশ ও বিচারের জন্য একত্রিত হয়।

বেদে শিশুরা সারা বছর মা-বাবার সাথে যাযাবরের জীবন যাপন করে। সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা তাদের ভাগ্যে জোটে না। নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত বেদে শিশুদের মাঝে শিক্ষার (২য় পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

পাঁচ লাখ বেদের

(প্রথম পৃঃ পর)

আলো জ্বালাতে এগিয়ে এসেছে অ্যাকশন এইড, বাংলাদেশ ও গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটি। তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ১১টি ভ্রাম্যমাণ বিদ্যালয় গঠন করেছে। যেখানে ৩১৫ জন বেদে ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করছে। যাযাবর বেদে সম্প্রদায়ের জন্য মোবাইল স্কুল কর্মসূচীর ওপর অ্যাকশন এইডের সহায়তায় বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেমিনারে এসব তথ্য জানানো হয়। সেমিনারের প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কৃষি উপদেষ্টা ড. চৌধুরী সাজ্জাদুল করিম বলেন, মানুষের ভিতর সাম্য ও ন্যায়বিচার বোধ জাগ্রত করতে হবে। হাজার বছরের ঐতিহ্যের ধারক হয়েও আমরা অনেক পিছিয়ে। একজন সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে একজন বেদে তা কল্পনাও করতে পারে না। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ সকল অধিকার বঞ্চিত এই দরিদ্র গোষ্ঠীকে পৃষ্ঠপোষকতা দানে আমাদের আন্তরিকতার ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, বেদেদের সব কিছুর বাইরে রাখা হয়েছে। বেদে সম্প্রদায়ের শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, বেদে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে না এলে স্কুলকে তাদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বেদেদের অবমূল্যায়নের জন্য সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাই দায়ি। তিনি বেদেদের আধুনিক জীবন যাপনের ওপর জোর দিয়ে বলেন, বেদেদের ঐতিহ্য ঠিক রেখেই আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জোর করে কোন সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়া ঠিক হবে না।

সেমিনারে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেক উপদেষ্টা সুলতানা কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, অ্যাকশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর শোয়েব সিদ্দিকী, গ্রাম বাংলা উন্নয়ন কমিটির নির্বাহী পরিচালক একেএম মাকসুদ, প্রশিকার উপপরিচালক হারুন-উর-রশীদ, আজমীর হোসেন, আনস হাবীবুর রহমান ও মঞ্জুর রশীদ।